R N. No. 2532/57 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-৯৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টাটার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৭শ বর্ষ
২১শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ২১শে আশ্বিন বুধবার, ১৩৮৭ সাল
৮ই অক্টোবর ১৯৮০ সাল।
নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, ষডাক ১০

পারশিবপুর চরে মারণযজ্ঞ বাড়ীঘর তছনছ চারজন খুন

বিশেষ প্রতিবেদক : নিমতিতা ও ধুলিয়ানের মাঝামাঝি জায়গায় গঙ্গার অপর পারে চর এলাকা—পারশিবপুর। থানা সামসেরগঞ্জ। বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন। সরকারী খাস জমি। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের খুলনা, ফরিদপুর, যশোর, পাবনা এবং ঢাকা থেকে ৪০০ নমঃশূদ্র পরিবার কাশের বন হাসিল করে এসে এখানে ঘর তোলে। সরকারী খাস জমিতেই তারা চাষবাস করছিল।

কিন্তু ধুলিয়ান, অরঙ্গাবাদ, ফরাক্কায় যারা বাংলাদেশের সঙ্গে চোরাই চালানের ব্যবসা চালায় এখানে এত ঘর লড়াকু নমঃশূদ্র এসে বসায় তাদের গুরুতর অসুবিধা হচ্ছিল। বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত পেরিয়ে যারা যাতায়াত করে সেই সব মানুষ এবং এখানকার এক শ্রেণীর অপরাধপ্রবণ মানুষদের টাকা পয়সা তুলে সংগঠিত করে তারা চেষ্টা চালাতে থাকে নমঃশূদ্রদের এখান থেকে উৎখাত করার জন্যে। নমঃশূদ্ররা লাঠির জোরেই এতদিন নিজেদের জান মান ও জমি রক্ষা করে এসেছে।

কিন্তু এবার রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হোলেন রাজনৈতিক দাদারা। তাঁরা নিজেদের আখের অর্থাৎ ভোটের ব্যবস্থা করার জন্যে নমঃশূদ্রদের হটাতে মালদা ও মুর্শিদাবাদের প্রশাসনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করলেন। মালদার জেলা শাসক পারশিবপুরের নমঃশূদ্রদের জন্য দুটি টিউবওয়েল, কিছু জি-আর এবং কয়েকটি তাঁবু অনুমোদন করেন। মুর্শিদাবাদের কয়েকজন নেতা তাঁদের মালদার নেতাদেরকে প্রভাবিত করে জেলা শাসককে দিয়ে এই সাহায্য দেওয়া বন্ধ করেন।

এদিকে নমঃশূদ্রদের মারপিট করে জবরদস্তি হটানোর ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। ঘন ঘন মিটিং, গরম শ্লোগান, তেহাদী পোষ্টার—সবকিছু চলতে থাকে। নিরুপায় হয়ে নমঃশূদ্ররা হাইকোর্টে যায়। মাননীয় হাইকোর্ট স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য একটা ইনজাংশন দেন। সেই ইনজাংশন অর্ডারের কপি মালদা ও মুর্শিদাবাদের প্রশাসন কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়।

কিন্তু এবার আসরে নেমে পড়েন প্রশাসন কর্তৃপক্ষ। হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে তাঁরা নমঃশূদ্রদের হটানোর জন্যে অগ্রসর হন। নমঃশূদ্রদের নেতা গোপাল মণ্ডল কালিয়াচক থানার ও-সিকে হাইকোর্টের নির্দেশ জানাতে গিয়ে থানায় আটক হন। তিনদিন তাঁকে বে-আইনীভাবে থানায় আটক রাখা হয়। এ বছর ২৩ জুলাই মুর্শিদাবাদের এস-পি পুলিশবাহিনী নিয়ে গিয়ে নমঃশূদ্রদের সব ঘর-বাড়ী ভেঙে তছনছ করেন। তিনজন প্রসূতিকে ঘর থেকে টেনে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। পুলিশের চোখের সামনেই নমঃশূদ্রদের গরু, ছাগল ও তৈজসপত্র লুটপাট করা হয়। নমঃশূদ্ররা সর্বস্বান্ত হয়।

এর কিছুদিন পরেই বন্যা আসে। সমস্ত এলাকা জলে ডুবে যায়। নমঃশূদ্ররা ধুলিয়ান শিবমন্দির, নিমতিতা ষ্টেশন, নিমতিতা স্কুল এবং নিমতিতা পাওয়ার

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গণ অবস্থানে পুলিশের লাঠি চার্জ

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির জনবিরোধী কর, দর, বিদ্যুৎ ও শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই এর সর্বভারতীয় আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে গণ অবস্থানের অঙ্গ হিসাবে মুর্শিদাবাদের ৪টি মহকুমা সদরে বন্যাদুর্গত, করভারে জর্জরিত ও সীমাহীন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে জেরবার জেলার হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়। সর্বত্রই অবস্থান আন্দোলন ছিল শান্তিপূর্ণ। বহরমপুর মহকুমা সদরে শান্তিপূর্ণ অবস্থানকারীদের উপর বর্বর পুলিশী হামলা চালানো হয়। পুলিশের নির্মম লাঠি চার্জে বিশিষ্ট জননেতা কমঃ রাইহান বিশ্বাস, জেলা কমিটির সদস্য কমঃ মোশারফ হোসেন, বিশিষ্ট ছাত্রনেতা কমঃ কুণাল বিশ্বাস ও রবীন বিশ্বাস-সহ বহু সংখ্যক অবস্থানকারী আহত হন। পুলিশের বেপরোয়া ও নির্বিচার লাঠি চার্জে বহরমপুর কোর্টের এ্যাডভোকেট আজিজ সাহেবের মাথা ফেটে যায় এবং 'অন্য চোখে'র সাংবাদিকও আহত হন। কমঃ রাইহান বিশ্বাস-সহ বহু সংখ্যক অবস্থানকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মজুতদার ও কালোবাজারীদের প্রতি নমনীয় বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশের সাহায্যে আন্দোলন দমনের এই জঘন্য ভূমিকা প্রমাণ করল পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষা করতে কেন্দ্রের ইন্দিরা সরকার যে ভূমিকা পালন করছেন, জ্যোতিবাবুর সরকারও রাজ্যে সেই একই ভূমিকা পালন করে চলেছেন। গণ আন্দোলনের উপর পুলিশী বর্বরতার বিরুদ্ধে ৪ অকটোবর জেলাব্যাপী গণ প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়। এক বিবৃতিতে পার্টির মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক প্রাণগৌর বসাক এই তথ্য জানিয়েছেন।

কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাব

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফরাক্কা ব্লকের অর্জুনপুর ও বেনিয়াগ্রামে অধুনালুপ্ত কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কৃষ্ণচন্দ্র বারুই এ খবর দিয়ে জানিয়েছেন, মশার চেয়েও ছোট স্যাণ্ডফ্লাই এর কামড়ে এই ভয়ঙ্কর রোগ দেখা দেয়। উপদ্রুত এলাকায় ইতিমধ্যে রোগ প্রতিষেধকের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ম্যালেরিয়া কালাজ্বর এবং টাইফয়েডের মত পুরানো কিছু কিছু মারাত্মক রোগ নতুন করে দেখ দিচ্ছে। তার সঙ্গে কিছু নতুন রোগেরও প্রাদুর্ভাব ঘটছে। কালাজ্বর মানুষকে অকাল বার্ধক্য এনে দেয়, মৃত্যুরও কারণ হতে পারে। কাজেই আরো বেশী করে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য জনস্বাস্থ্য দপ্তর তথা জনসাধারণকে সজাগ থাকতে হবে।

ফরাক্কা থেকে নক্ষত্র গ্রহণ পর্যবেক্ষণ

ফরাক্কা ব্যারেজ, ৭ অকটোবর—মহাকাশে গতকাল ইউনোমিয়া নামে ছোট একটি গ্রহের সঙ্গে এইটথ ম্যাগনিচুড তারার গ্রহণ ফরাক্কা পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে পর্যবেক্ষণ করা হয়। মালদা শহরের ওপর তারার গ্রহণ লাগে ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬-২২ মিনিটে। স্থায়ী হয় মাত্র ১৬ সেকেণ্ড। বিরল ঘটনাটি ভারত এবং চীনের ২৭০ কিমি বিস্তৃত এলাকায় পরিলক্ষিত হয়। খালি চোখে এই গ্রহণ দেখা যায়নি। এর ছায়া বোম্বাই, ঔরঙ্গাবাদ, নাগপুর, রায়পুর, হাজারিবাগ, রাঁচি, মালদহ ও গৌহাটি হয়ে চীনের দিকে সরে যায়। বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব এ্যাসট্রোফিজিকস এবং কোলকাতার স্থানিক জ্যোতির্বিজ্ঞান কেন্দ্রের সাত সদস্যের একটি

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে আশ্বিন বুধবার, সন ১৩৮৭ সাল।

মহালয়া

আজ মহালয়া। পিতৃপক্ষের শেষ, দেবীপক্ষের শুরু। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ প্রতিপদ্ তিথি হইতে হিন্দুরা পিতৃতর্পণ আরম্ভ করিয়া আজিকার দিনে তাহা শেষ করিলেন। অবশ্য এই পিতৃতর্পণাদি নিত্যকরণীয়; কিন্তু সে সব নিয়মকানুন কয়জনই বা মানিয়া চলেন? তাই পিতৃপক্ষে অনেকেই তাঁহাদের পিতৃপুরুষের তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে তর্পণ ক্রিয়া করিয়া থাকেন। 'তৃপ' ধাতুর সহিত 'অনট্' প্রত্যয়যোগে 'তর্পণ' শব্দ নিষ্পন্ন যাহার অর্থ তৃপ্তিসাধন। ইহা পিতৃযজ্ঞ—পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধনের উদ্দেশ্যে জলদান। সূক্ষ্মদেহী আত্মারা এই জলটুকু পাইয়াই পরিতৃপ্ত হন, যদিচ নানা ভোগসামগ্রী উত্তরপুরুষ স্থূলদেহীদের জন্য তাঁহারা রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জাগতিক ভোগসম্পদে প্রমত্ত আমরা অনেকেই এই সামান্যতম কর্তব্যটুকুও করিতে সময়ের সংকীর্ণতার অজুহাত দিয়া থাকি।

সে যাহা হউক, মহালয়া কিন্তু আর একটি বার্তা লইয়া আমাদের সামনে সমুপস্থিত হয়। তাহা হইতেছে পূজার বার্তা—ছুটির সংবাদ, সারা বৎসরে নানা কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়া অতিবাহিত জীবনে কয়েকটি দিন কর্ম হইতে অব্যাহতি। শারদ প্রকৃতি অতি রমণীয়া। শিশিরসিক্ত তৃণদলে সকালের সূর্যকিরণ ঐ শিশিরবিন্দুতে ইন্দ্রধনুর শোভা প্রদান করে; কাশফুল ও অজস্র শেফালী মন মাতাইয়া তোলে। সকাল-সন্ধ্যায় ঈষৎ হিমাক্ত বাতাস দেহ স্পর্শ করিয়া মনকে কেমন যেন ঘরছাড়া ভাবে, কর্মবিরতির প্রেরণায় অভিষিক্ত করে। তাই শরৎ ছুটিরই ঋতু। এই ছুটি আজিকার অতি দুর্বিষহ জীবনযাত্রায় যে পরম গ্লানি,—তাহা হইতে দিন কয়েকের জন্য মুক্তি। সর্বপ্রকারের দুঃখ-দৈন্য দুর্দশার ভারে প্রপীড়িত মনকে শুধুমাত্র একটু ভারমুক্ত করার বাসনা। মহালয়া উপলক্ষে বিশেষ বেতার অনুষ্ঠান শুনবার জন্য সকলে লালায়িত হন। কেননা এই মহালয়ার সেই ছুটির আনন্দবার্তা ঘোষিত হয় প্রত্যেকের মনে। মন হইতে চাহে ঘরছাড়া ও দুশ্চিন্তামুক্ত। সুতরাং মহালয়া মুক্তির আনন্দবহনেরও এক দূত।

মিষ্টি ঃ ধর্মঘট

নিজস্ব সংবাদদাতা : চিনির দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্যতার প্রতিবাদে এবং ন্যায্যমূল্যে চিনি সরবরাহের দাবিতে শুক্রবার জঙ্গিপুর মহকুমার মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা সারা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে একযোগে একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন। চায়ের দোকানদাররাও ওই ধর্মঘটে সামিল হন। ফলে সেদিন চা ও মিষ্টান্ন থেকে মহকুমার মানুষ বঞ্চিত হন।

নাট্যানুষ্ঠান, যাত্রাভিনয়

৩ ও ৪ অক্টোবর রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে বলাকা নাট্যগোষ্ঠী 'চুপ সত্যি বলছি', 'পাখী' ও 'রাম শ্যাম যদু' নাটক তিনটি সাফল্যের সাথে মঞ্চস্থ করেন। বহুদিন পর বলাকার নাটক দেখতে পেয়ে শহরের নাট্যামোদীরা আনন্দ লাভ করেন।

৬ অক্টোবর জুডিসিয়াল রিক্রিয়েশন ক্লাব জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিস প্রাঙ্গণে 'নাচঘরের কান্না' যাত্রাভিনয় করেন। এই আসরে প্রচুর দর্শক সমাগম ঘটে।

পুরসভার বিরুদ্ধে অনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুর এলাকার দুটি ফেরীঘাটে নৌকা পারাপারে অব্যবস্থা দূর করতে পুরসভার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ২ অক্টোবর পুর শিক্ষক অমরনাথ রায় ৮ ঘণ্টার প্রতীক অনশন পালন করেন। পুরসভা চত্বরে এই অনশন পালনে পুর সভাপতি অনুমতি না দেওয়ায় প্রকাশ্য রাস্তায় অনশন কর্মসূচী পালিত হয় বলে জানা গেছে।

পরিবার পরিকল্পনা পক্ষ

সাগরদীঘি, ৮ অক্টোবর—১৬ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পরিবার উন্নয়ন ও পরিকল্পনা পক্ষ উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে মনিগ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একটি সভার আয়োজন করা হয়।

৩০ সেপ্টেম্বর সাগরদীঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একটি শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ৪০ জন শিক্ষার্থী শিবিরে অংশ গ্রহণ করেন। পরিবার পরিকল্পনা পক্ষে ৩২ জন পুরুষ ভ্যাসাকটমি ও ১৯ জন মহিলা টিউবেকটমি অপারেশন করেন।

জীবনের মান উন্নয়নে জন্মশাসন

সুধীরকুমার ঘোষাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভারতের জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনে ১৯৪০ সালে সর্বপ্রথম স্বর্গত জহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে পরিবার ও জাতির স্বার্থে আর্থিক উন্নয়নের অনুকূলে জনসংখ্যা সীমিত করার সংকল্প গ্রহণ করেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির অনতিকাল পরেই আমাদের সরকার পরিবার পরিকল্পনাকে (Family Planning) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করেন। আজ সারা ভারতবর্ষ বিপুল জনসংখ্যার চাপে পিষ্ট, দেশের এই সঙ্কটকালে সরকার ব্যক্তি ও জাতির স্বার্থে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে ডাক দিয়েছেন এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা প্রতিরোধের মহাযজ্ঞে অংশ গ্রহণ করতে। যে জন্মহার আজ হাজারে ৩৫, ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষে একে ২৫ এ নামাতে হবে—সরকারের লক্ষ্য এই। আজ প্রতিটি দম্পতিকে শপথ নিতে হবে—দুই সন্তান তার বেশী নয়—'হাম দো, হামারা দো'—এই প্রতিজ্ঞাকে শুধু সভা-সমিতিতেই আবদ্ধ রাখলে চলবে না, প্রতিটি দম্পতির জীবনে রূপায়িত করে তুলতে হবে। তা না হলে বিপদ শুধু পরিবারের নয়, বিপদ সমগ্র জাতির। অবিমৃষ্যকারিতার ফল নিজ জীবনেই ভুগতে হবে। 'Progeny by choice not by chance'—এই হবে দাম্পত্য জীবনের গুপ্তমন্ত্র, এই হবে স্বাধীন সচেতন জাতির দীক্ষা। প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শ আর ঐতিহ্য ভারতকে একদিন গৌরবময় করেছিল। সেই ভারতবর্ষের সন্তান বিয়ের বাসরে অগ্নিসাক্ষ্য করে আপন নববধূকে ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যবান সন্তানের জন্মদাত্রীরূপে গ্রহণ করতো। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা' কামার্থে নয়—এই মন্ত্র ভারতের [illegible] দগুলি আমাদেরকে আজও স্মরণ করাচ্ছে। মনু তো প্রথম সন্তানকে ধর্মজ সন্তান বলে অভিহিত করেছেন আর দ্বিতীয় সন্তানকে বলেছেন 'কামজ'। মহাত্মা গান্ধী এই প্রসঙ্গে বলেছেন 'If we had a handful men and women prepared to abide by this law, we should have a race of men and women stalwart and true'. প্রাচীন ভারতবর্ষের সেই আদর্শ, অনুশাসন কি অন্ধ প্রগতির নামে আমরা তুচ্ছ করে যাব? আত্মসংযম আর ব্রহ্মচর্য্যই ছিল তখন দাম্পত্য জীবনের মূলমন্ত্র দম্পতিকে তখনকার দিনে গর্ভাধানের জন্য একটা পবিত্র শুভক্ষণ নির্দিষ্ট করে দিতেন গুরু বা পুরোহিত। আজ এক নিদারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে দেশ। অধিক সন্তানের জন্মদান করে তাদের সুষ্ঠু দায়িত্ব পালন করতে না পারা, পিতামাতার গুরুতর অপরাধ। গান্ধীজী এই প্রসঙ্গে বলেছেন'...... It is sin to bring forth unwanted children but I think it is a great sin to avoid the consequences of one's own action If simply unmans man, desire for union, without desire for progency must be considered unlawful and must be restrained.'

পরিবার নিয়েই সমগ্র দেশ। পরিবারগুলো এক একটা ছোট ছোট রাষ্ট্র। পরিবারের পিতার একটা নির্দিষ্ট আয়ে ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যের মধ্যেই পরিবারের সদস্যদের সকলরকম ব্যয়বরাদ্দ করতে হয় এবং আজকের দিনে অধিকাংশ পরিবারের কর্তাই বলে থাকেন তিনি কুলিয়ে উঠতে পারেন না। অথচ তাঁর পরিবারের সন্তান সংখ্যা অনেক। নিজ নিজ কৃতকার্য্যের ফল ভোগ করতেই হয়। অধিক সংখ্যক সন্তান থাকলে তাদের রোগে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে না পারা, উপযুক্ত খাদ্য দিতে না পারা, মায়ের যত্ন না পাওয়া, উপযুক্ত শিক্ষা না পাওয়া কত বেদনাদায়ক।

পিতামাতার কাম্য যেমন স্বাস্থ্যবান বলিষ্ঠ সন্তান, যেমন কাম্য সীমিত সুখী পরিবার ও সুখময় দাম্পত্য জীবন, সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রও তেমনি চায় বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যবান নীরোগ সন্তান যারা একদিন সুনাগরিকে পরিণত হবে এবং সমাজের নানা স্তরে নেতৃত্ব গ্রহণ করে জগৎ সভায় ভারতকে শ্রেষ্ঠ আসন লাভে সাহায্য করবে, চাই সীমিত জনসংখ্যা, যাদের প্রতি কর্তব্য পালন ও দায়িত্ব গ্রহণ রাষ্ট্রেরও সাধ্যায়ত্ত হবে।

জাতিসংঘ ১৯৬০ সালে 'মানবিক অধিকার দিবস' প্রতিপালনকালে বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সমস্যাকে বিশ্বের সর্ববৃহৎ সমস্যা বলে স্বীকার করেন এবং স্বাস্থ্যবান শিশু তৈরীর জন্যই, জীবনের মান উন্নয়নের জন্য জন্মশাসন একান্ত প্রয়োজন বলে স্বীকার করেন। (শেষ)

পারশিবপুরে মারণযজ্ঞ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হাউসে এসে আশ্রয় নেয়। জল নেমে গেলে ৩ সেপটেম্বর তারা পারশিবপুর ফিরে গিয়ে আবার সেখানে ঘর তোলে।

৪ অকটোবর দুপুরবেলা আশেপাশের এলাকা এবং বাংলাদেশ থেকে আসা ৭০০/৮০০ মানুষ লাঠি, দা, হেঁসো ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নৌকাযোগে এসে পারশিবপুরের নমঃশূদ্রদের আক্রমন করে। অধিকাংশ পুরুষ তখন বাইরে ছিল। বাড়ীঘর ভেঙেচুরে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তারপর শুরু হয় বীভৎস মারণযজ্ঞ। বাচ্চা ছেলে ও মেয়েদেরকে জলে ছুঁড়ে ফেলা হয়। গর্ভবতী নারীর উপর অত্যাচার করে তার গর্ভপাত ঘটিয়ে তাকে জলে ফেলে দেওয়া হয়। ভাসতে ভাসতে একজন বাংলাদেশে গিয়ে ওঠে। সেখান থেকে ফিরে এসে এখন জঙ্গিপুর হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছে। মাখনলাল সরকার, প্রিয়নাথ বিশ্বাস, বাগুন ভাদুড়ী ও পরেশলাল বিশ্বাস নৃশংসভাবে নিহত হন। এখনও অনেকের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আশঙ্কা করা হচ্ছে বহু লোককে খুন করে পদ্মায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পুরুষদের মধ্যে গুরুতরভাবে আহত হন—সূর্যকান্ত মণ্ডল, সন্তোষ ঘোষ, মহেন্দ্র, বাটুন ঘোষ, ফুল বসু, অবিনাশ বিশ্বাস, রাজেন্দ্র সরকার, সনাতন সরকার, আদিত্য মণ্ডল, রবি শিকদার, ধীরেন বিশ্বাস, নেপাল নস্কর, বাদল মিস্ত্রি, ভারত বিশ্বাস, নীলকণ্ঠ ও অন্যান্যরা। স্ত্রীলোকদের মধ্যে গুরুতর আহত হন—ফুলমালা বিশ্বাস, প্রেমলতা, লীলা, শান্তি, বাসন্তী, ঠাকুরদাসী, নয়নতারা, সুখবাসিনী, বাসন্তীবালা, গীতারাণী, চারুবালা, সাজুরী, অমলা, রাজুবালা, অম্বিকা, অনীতা বিশ্বাস ও আরও অনেকে। গুরুতর আহত ৪১ জন জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। সাংঘাতিকভাবে আহত ৪ জন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোককে বহরমপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। জঙ্গিপুর হাসপাতাল মর্গে ৪টি মৃতদেহ আছে।

গৃহহীন, বিতাড়িত, সর্বস্বান্ত এই হতভাগ্য মানুষরা আজ আশ্রয়হীন। প্রশাসন এদের প্রতি বিরূপ, রাজনৈতিক দাদারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, সীমান্তের চোরাই চালানদাররা এদের পিষে মারবার জন্য উদ্যত-অস্ত্র। প্রশাসন নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য ঘটনার বিবরণ যাতে সংবাদপত্রে প্রকাশ না পায় তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। কথা বলা বারণ, ছবি তোলা বারণ। এমন কি হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে কথা বলা পর্যন্ত বারণ করে দিয়েছেন আমাদের জেলা শাসক। পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে, কিছুদিন আগে মহকুমা শাসককে মহকুমার বন্যার খবর সাংবাদিকদের না জানানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের এই একই জেলা শাসক। এই সমস্ত ঢাক-চাপ জরুরী অবস্থার প্রাক-সেনসার ও অন্ধকার দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

গ্রহণ পর্যবেক্ষণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দল মালদহ পর্যবেক্ষণ শিবির থেকে গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করেন। এই গ্রহণ সৌরজগতের অতি ক্ষুদ্র গ্রহ এবং তারার আয়তন ও আকার পরিমাপ করার দুর্লভ সুযোগ এনে দিয়েছে।

চর্মরোগ সারায়
ত্বক মসৃণ করে
চন্দ্র-মালতী
প্রস্তুতকারক—
জুপলুনা ইণ্ডাষ্ট্রীজ
রঘুনাথগঞ্জ (পঃ বঃ), পিন—৭৪২২২৫

ডেণ্টাল হল
পোঃ সাগরদীঘি (মুর্শিদাবাদ)
ডাঃ ডি, কে, প্রামাণিক
(ডেণ্টাল সার্জেন)
এখানে দাঁত তোলা ও বাঁধান হয়।

শারদীয়া জঙ্গিপুর সংবাদ
প্রকাশিত হয়েছে

এতে আছে
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সমরেশ বসু প্রমুখের গল্প

*

শক্তি চট্টোপাধ্যায়, নচিকেতা ভরদ্বাজ, পূর্ণেন্দু পত্রী এবং আরো অনেকের কবিতা

*

প্রফুল্লকুমার গুপ্ত, ডঃ অমলেন্দু মিত্র, সুধীর করণের মননশীল প্রবন্ধ

*

আর আছে একজন তরুণ সাহিত্যিকের সম্পূর্ণ উপন্যাস।

দাম মাত্র তিন টাকা। এজেণ্ট কমিশন ৩০%। বাৎসরিক গ্রাহকদের জন্য মাত্র দু'টাকা। আজই এক কপি সংগ্রহ করুন।

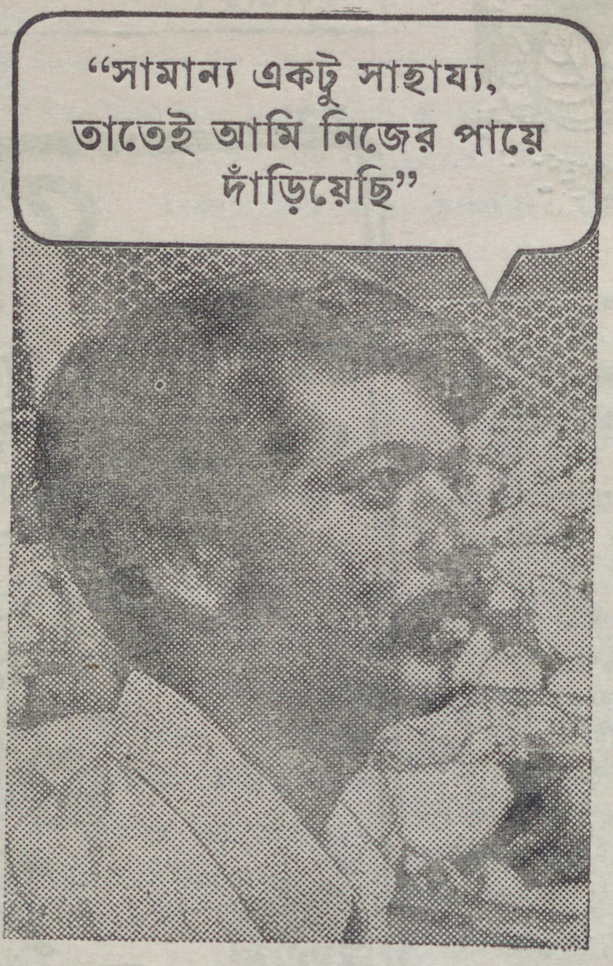

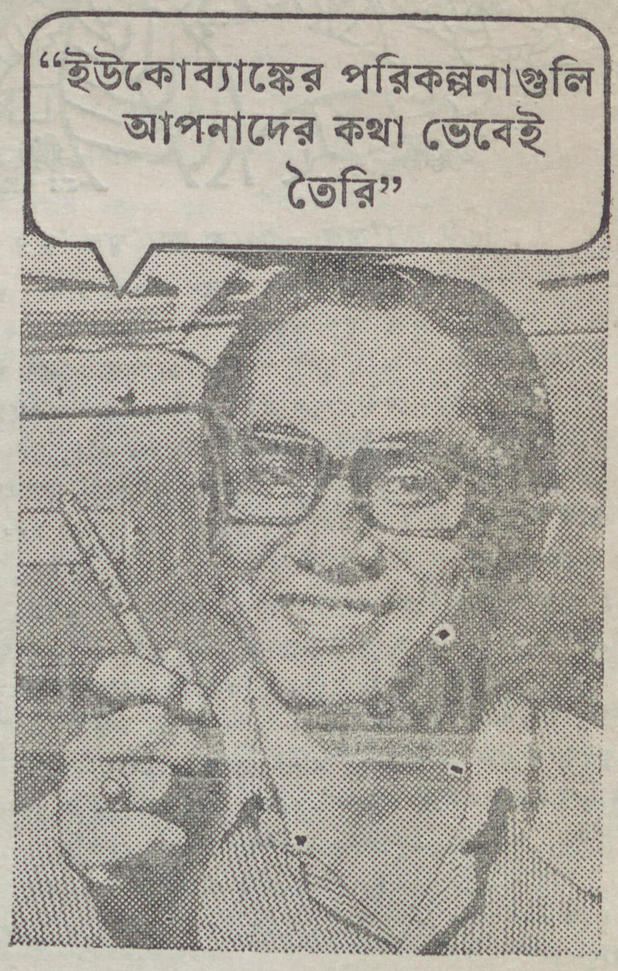

গোরু বা মুরগী পালন করে উৎপাদন বাড়ান। সাহায্য দেবে ইউকোব্যাঙ্ক

গোরু বা মুরগী পালন করেন ? আধুনিক উন্নত উপায়ে উৎপাদন বাড়াতে চান ? ইউকোব্যাঙ্ক আপনার সাহায্যে প্রস্তুত। সেজন্যে ভালো জাতের গোরু বা মুরগী কিনতে, যন্ত্রপাতি দরকার হলে, ঘরবাড়ি বানাতে হলে, দুধ বা ডিম সংরক্ষণের জন্য, ইউকোব্যাঙ্কের ঋণ প্রকল্প আছে। যদি আপনার যথাযথ পরিকল্পনা থাকে, কার্যকরী মূলধনেরও ব্যবস্থা হতে পারে।

তপশিল জাতি ও উপজাতিসহ যেসব ঋণগ্রহীতার বার্ষিক আয় শহর বা আধাশহরাঞ্চলে তিন হাজার টাকার বেশি নয় বা গ্রামাঞ্চলে দুই হাজার টাকার বেশি নয় এবং যাঁরা সেচের সুবিধা সহ ১ একর বা সেচের সুবিধা ছাড়া ২.৫ একরের বেশি জমির মালিক নন, তাঁরা বার্ষিক ৪% সুদ (ডিফারেনসিয়াল রেট অব ইনটারেস্ট) হারে ঋণ পাবেন। তপশিল জাতি বা উপজাতির ক্ষেত্রে জমির পরিমাণ বেশি হলেও তাঁরা এই সুবিধা পাবেন।

কাছাকাছি ইউকোব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, সেখানেই সমস্ত খবর পাবেন।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জনগণকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সাহায্য করছে

UCO/CAS-52/79 BEN

ওরিয়েণ্টাল প্রোগ্রাম

ফারটিলাইজার এসোসিয়েশন ও পঃ বঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের উদ্যোগে মুর্শিদাবাদ জেলা কৃষি আধিকারিক অমলেন্দু সরকারের ব্যবস্থাপনায় বহরমপুর এগ্রিমেকানিক্যাল সেমিনার হলে ডাল-শস্য ও তৈলবীজের উপর এক টি ওরিয়েন্টাল প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার সমস্ত কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক, মহকুমা কৃষি আধিকারিক এবং অন্যান্য কৃষি অফিসাররা যোগদান করেন। নদীয়া ও মালদহ জেলার মহকুমা কৃষি আধিকারিক, মুখ্য কৃষি আধিকারিকরাও ওরিয়েন্টাল প্রোগ্রামে যোগদান করেন। বিধান-চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও রাজ্য সরকারের বর্তমান স্পেশাল অফিসার ডঃ সুধা শুভূষণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ জেলায় ডাল ও তৈলবীজ চাষের বিভিন্ন সমস্যা ও উৎপাদন বাড়ানোর বিভিন্ন দিক নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করেন।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের
জন্য রিজার্ভ দেওয়া হয়।

এ পক্ষের চাষবাস

১৬ই আশ্বিন—৩০শে আশ্বিন '৮৭

ধান ঃ অধিক ফলনশীল ও উন্নত জাতের ধানে এ সময় মাজরা, শ্যামা বা গান্ধী-পোকার আক্রমণ দেখলে ভাদ্রের দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞাপনে দেওয়া সুপারিশ অনুযায়ী ওষুধ ছড়ান। পামরী, চুঙ্গী, পাতামোড়া, গন্ধী, লেদা, শীষকাটা লেদাপোকা ইত্যাদির আক্রমণ দেখা গেলে একর প্রতি ১২ কেজি হারে বি. এইচ. সি. ১০% গুঁড়ো ছড়ান বা প্রতি লিটার জলে ৫ গ্রাম বি. এইচ. সি ৫০% (জলে গোলা গুঁড়ো) মিশিয়ে স্প্রে করুন। লেদা ও শীষকাটা লেদাপোকার জন্য এ ছাড়া প্রতি লিটার জলে ½ মি. লি. ডাইক্লোরোভস (নুভান ১০০) মিশিয়ে স্প্রে করতে পারেন।

আলু ঃ এ পক্ষ থেকে জলদি জাতের আলু লাগান। ভালো জাত—কুফরি চন্দ্রমুখী, কুফরি অলংকার, আপ-টু-ডেট। বীজ লাগবে একরে ৮ কুইন্টাল। ১০০ মি. লি জলে ২০০ গ্রাম মিথোক্সি মার্কিউরিক ক্লোরাইড (যেমন এরেটান ৬ বা ট্যাফাসান ৬ বা এ্যাগালল ৬ বা এমেসান ৬ ইত্যাদি) মিশিয়ে তাতে ১½-২ কুইন্টাল বীজ আলু ১-২ মিনিট ডুবিয়ে রেখে পরে তুলে ছায়ায় শুকিয়ে নিন। সার লাগবে একরে ১৫-২০ গাড়ী গোবর বা কম্পোষ্ট সার, নাইট্রোজেন ৪০-৬০ কেজি, ফসফেট ৪০-৬০ কেজি, পটাশ ৪০-৬০ কেজি। সার নালিতে দিন। বীজ থেকে বীজে ১৫—২০ সে. মি (৬-৮ ইঞ্চি) দূরত্ব এবং সারি থেকে সারিতে ৪৫-৫০ সে. মি. (১৮-২০ ইঞ্চি) দূরত্ব রাখুন।

রাই ও সরষে ঃ এ পক্ষ থেকে সরষে লাগান। ভাল জাত হ'ল টোরি ৫৪, বরুণা (রাই টি ৫৯), রাই এ্যাপ্রেষ্ট মিউট্যান্ট ও শ্বেত সরষে বি ৯। বীজ লাগবে একরে ২½-৩ কেজি। প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম ব্রাসিকল ৭৫ বা ইথাইল মার্কিউরিক ক্লোরাইড (এগ্রোসান জি. এন) বা ম্যাঙ্কোজেব (ডাইথেন এম-৪৫ গুঁড়ো মাখিয়ে বীজ শোধন করে নিন। সার লাগবে একরে ৮-১০ গাড়ী গোবর বা কম্পোষ্ট। এ ছাড়া টোরির ক্ষেত্রে ৮ কেজি নাইট্রোজেন, ৮ কেজি ফসফেট ও ৮ কেজি পটাশ এবং রাই এর ক্ষেত্রে ১০ কেজি নাইট্রোজেন, ১০ কেজি ফসফেট ও ১০ কেজি পটাশ লাগবে।

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প
১২বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭১

Progressive/IGFEP-80/81

আমিও একদিন……
দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—এমনিভাবেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।
এই থমকে দাঁড়িয়ে থাকার থেকে আজ আমি সদা কর্মব্যস্ত। জনপ্রিয় এই কর্মব্যস্ততা আমার মধ্যে এনে দিয়েছে। এই থমকে থাকা জীবন থেকে বেরিয়ে এসে আজ আমি এক সন্তানের পিতা এবং সুখী।
শুধু আমিই নই—আমার মতন আরো হাজার হাজার বেকারের মুখেও জনপ্রিয় আজ আশার আলো জাগিয়েছে।
জনপ্রিয় ফিনানস এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল
ইনভেষ্টমেণ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
হেড অফিস—চ্যাটার্জ্জী ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার
(৫ম তল)
৩৩এ জহরলাল নেহেরু রোড (চৌরঙ্গী রোড) কলি-৭০০০৭১
ভারতের সর্বত্র আমাদের ব্রাঞ্চ অফিস ও অর্গানাইজেশন অফিস আছে।
শাখা অফিস—ষ্টেশন রোড, বহরমপুর
শীঘ্রই রঘুনাথগঞ্জে অর্গানাইজেশন অফিস খোলা হইতেছে।

জবাকুসুম
তেল মাখা কি ছেড়েই দিলি?
তা কেন, দিনের বেলা তেল মেখে ঘুরে বেড়াতে অনেক সময় অসুবিধা লাগে।
কিন্তু তেল না মেখে চুলের যত্ন নিবি কি করে?
আমি তো দিনের বেলা অসুবিধা হলে রাত্রে শুতে যাবার আগে ভাল করে জবাকুসুম মেখে চুল আঁচড়ে শুই।
জবাকুসুম মাখলে চুল তো ভাল থাকেই ঘুমও ভারী ভাল হয়।
সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা, নিউ দিল্লী

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর স্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫ পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।